দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 14 APR 2007
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

কলেজ শিক্ষকসহ গ্রেফতার ৫

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে নীলফামারীতে এক কলেজ শিক্ষকসহ দুই জনকে গ্রেফতার, কুড়িগ্রামে দু' ভুয়া পরীক্ষার্থী গ্রেফতার ও লালমনিরহাটে বোনের পরিবর্তে পরীক্ষা দিতে এসে ভাই গ্রেফতার হয়েছে। খবর স্টাফ রিপোর্টার ও নিজস্ব সংবাদদাতাদের পাঠানো—

নীলফামারী : শুক্রবার নীলফামারীতে অনুষ্ঠিত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে পাঁচ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এদের মধ্যে এক কলেজ শিক্ষকসহ দু'জনকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠিয়েছে পুলিশ। জেলার ৬টি উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৫টি শূন্য পদে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য শুক্রবার অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় দু'টি কেন্দ্রে মোট এক হাজার ৬৯৫ প্রার্থী অংশ নেন। সাজ্জিউর রহমান নামে চাঁদেরহাট ডিগ্রী কলেজের এক প্রভাষক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে রাশেদুজ্জামান নামে আরেক পরীক্ষার্থীর খাতা লিখে দেয়ার সময় কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট এনামুল হক তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলেন। পরে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠায়। একই কেন্দ্রে নকল করে পরীক্ষা দেয়ার দায়ে আরও তিন জনকে বহিষ্কার করা হয়।

কুড়িগ্রাম : সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় দু'জন ভুয়া পরীক্ষার্থীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এ ব্যাপারে সদর থানায় একটি মামলা হয়েছে। শুক্রবার সকালে কুড়িগ্রাম সরকারী কলেজে প্রধান শিক্ষক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় মোস্তাফিজার রহমান রোল ১৬৮৪ ধলডাঙ্গা, ভুরুঙ্গামারী ও মোস্তাফিজার রহমান বাবুল ১৬৮৩ ধলডাঙ্গা, ভুরুঙ্গামারী নামে দু'জন ভুয়া পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছিল। হলের ইনভিজিলেটর ঐ দুই পরীক্ষার্থীর খাতা সহি করার সময় তাদের গতিবিধি দেখে সন্দেহ প্রকাশ করে। এক পর্যায়ে ইনভিজিলেটর ঐ পরীক্ষার্থীদের চ্যালেঞ্জ করলে তারা আসল পরীক্ষার্থী নয় বলে স্বীকার করে। পরে তাদের পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।

লালমনিরহাট : মাদ্রাসার প্রভাষিকা বোনকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির মাধ্যমে সহায়তা করতে এসে জেলহাজতে ছোট ভাই মোজ্জামেল হক (২৮)। সদর থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার জেলা শহরে সরকারী কলেজ কেন্দ্রে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই নিয়োগ পরীক্ষায় মোজ্জামেল হক রোল নং ১০৯৭ তাঁর বড় বোন মাদ্রাসার বাংলা বিষয়ের প্রভাষিকা আয়শা সিদ্দিকীকে জালিয়াতির মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করার জন্য নিজেও পরীক্ষায় অংশ নেয়। পরীক্ষা শেষে খাতা জমা দেয়ার সময় নিজের নাম ও রোল নং পরিবর্তন করে তাঁর বোনের রোল ও নাম লিখে জমা দেয়। ঘটনাটি পরিদর্শক হাতেনাতে ধরে ফেলেন। প্রভাষিকা আয়শা সিদ্দিকীর রোল ১০৬১। সে হাতীবান্ধা সিনিয়ার মাদ্রাসার বাংলা বিষয়ের প্রভাষিকা। এ ঘটনায় দু'জন পরীক্ষার্থীকেই বহিষ্কার করা হয়েছে। তবে জালিয়াতি করার অভিযোগে ছোট ভাই মোজ্জামেল হককে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।